দমদম স্টেশনের অদূরে ক্লাইভ হাউস

দ্বিতীয় শতক থেকে গুপ্তযুগ এবং তার পরবর্তী যুগের মধ্যে তৈরি হয়েছিল এই ক্লাইভ হাউস।

দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম

সন্দেশ

গ্রিনল্যান্ড নিয়ে উগ্র অবস্থানে আমেরিকা

ডেনমার্কের অধীনে থাকা গ্রিনল্যান্ড দখলে আনা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমানে দাবি করে চলেছেন।

Monthly Newspaper: Vol-3 ● Issue - 2 ● February 2026 ● link with RNI Regn. No. WBBEN16094, Declaration No. 10/SDO-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price: 5/-

বাড়ছে হয়রানি

এস.আই.আর. নিয়ে কার্যত কি বিপাকে বিজেপি?

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে যাদের সম্পর্কে 'সন্দেহ আছে' এমন ভোটারের তালিকা আপলোড করল নির্বাচন কমিশন। এবং সেই তালিকায় মোট ১ কোটি ৩৬ লক্ষ নাম রয়েছে। এর পাশাপাশি ৩২ লক্ষ আনম্যাপড ভোটারের তালিকাও পাঠানো শুরু হল জেলায় জেলায়। এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে গোটা এসআইআরের পদ্ধতিতেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। তার মতে, এই প্রক্রিয়া তাড়াহুড়ো করে করার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের আগে পুরো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শ্রীসেন বর্তমানে বস্টনে আছেন। সেখান থেকে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে তিনি এই ক্ষোভ জানিয়েছেন বলেই খবর। শ্রীসেনের মতে, ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়টি যথেষ্ট সময় দিয়ে যত্ন সহকারে করা প্রয়োজন। নইলে গোটা প্রক্রিয়াটাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে বিপদজনক হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা থেকে যায়। শ্রী সেনের মতে, এই মুহূর্তে রাজ্যে যে এস আই আরের প্রক্রিয়া চলছে

ছবি : সংগৃহীত

তাতে উক্ত যত্নের প্রশ্নটিই প্রায় আসছে না বললেই হয়। এই পরিস্থিতিতে রীতিমত উদ্বেগ বাড়ছে বিজেপির এরকমই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। এবং এই প্রেক্ষিতে শুনানির নামে এই হয়রানিকে প্রায় কমিশন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করে ফেলেছে তৃণমূল। তাদের একাংশের মতে, এই মুহূর্তে যদি ভোট হয় তাহলে এটাই হবে কেন্দ্রে আসীন রাজনৈতিক দলটির বিরুদ্ধে সব থেকে বড় অস্ত্র। সব থেকে বড় কথা, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে দলের অন্যান্য নেতারা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় মানুষের হয়রানির বাস্তবতা মেনে নিয়েছেন। যদিও তাদের বক্তব্য হল, এর জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের অসহযোগিতাই সবথেকে বড় কারণ।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের শেষ পর্যন্ত কত ভোটারের নাম কাটা গেল তা স্পষ্ট হবে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হলে। রাজনৈতিক শিবিরের একাংশের ধারণা, যথেচ্ছ নাম কাটা গেলে ফের আদালতে বিষয়টা গড়াতে বাধ্য। এবং তা যদি গড়ায় তাহলে গোটা পরিস্থিতি কেন্দ্রে আসীন দল চাক বা নাই চাক গেরোয় পড়তে বাধ্য হবে কিন্তু তারাই। অর্থাৎ হরেদরে সমস্যা বলুন সমস্যা, সংকট বলুন সংকট সেই বিজেপিরই

এমত অবস্থায় সম্প্রতি রাজ্যে ঘুরে গেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তাঁর বক্তব্যেও এই সমস্যা নিয়ে কোনো সমাধানের সন্ধান পাননি সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভের সামাল কিন্তু দিতে হবে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন

পরবর্তী অংশ ২ পাতায়

বইমেলা আছে বইমেলাতেই

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে বইমেলা প্রাঙ্গণে উদ্বোধন হয়ে গেল ৪৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার। আগামী বছর বইমেলায় সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। এই সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে উদ্বোধনী মঞ্চ থেকেই মেলার আয়োজক সংস্থা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডকে বইতীর্থ করার জন্য দশ কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে বইমেলা প্রাঙ্গণের স্থায়ী ঠিকানা তিনিই উপহার দিয়েছিলেন বছর কয়েক আগে। এবার রাজ্যের জন্য একটি বই তীর্থ উপহারের আশ্বাস দিলেন তিনি। তার বক্তব্য, বইমেলা কর্তৃপক্ষ একটি বই তীর্থের কথা বলেছেন। বই তীর্থ করা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর বইমেলা কর্তৃপক্ষকে এর জন্য ১০ কোটি টাকা দেবে। হিসেব মতন বই মেলার পঞ্চাশ বছর পূর্তির আগেই এই কাজ ছাড়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

এবারের বই মেলার থিম দেশ আর্জেন্টিনা। অনুষ্ঠানে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মারিয়ানো কাউসিনো বলেন, খেলা এবং সংস্কৃতির মাধ্যমেই আর্জেন্টিনা আর কলকাতার মেলবন্ধন ঘটেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্জেন্টিনার বিশিষ্ট সাহিত্যিক গুস্তাবো কানসোব্রে ছাড়াও বহু

ছবি : সংগৃহীত

বিশিষ্ট জন। আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড এবার সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীকে জীবন কৃতি সম্মান প্রদান করল। তবে ঘোষিত বই তীর্থ কোথায় কিভাবে হবে তা নিয়ে সুস্পষ্ট রূপরেখা নেই। গিল্ডের নিজস্ব কোনো জমি যেহেতু নেই, ফলে আপাতত বিষয়টি নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করবে।

এবারের মেলা চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। গত বছর বইমেলায় এসেছিলেন ২৭ লক্ষ মানুষ। ২৩ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল। এ বছর সেই হিসেবও ছাপিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। হিসেব মতো এবার মেলায় অংশগ্রহণ করেছে ১১০০ স্টল। ২১টি দেশ যোগ দিয়েছে এই মেলায়। কৃত্রিম মেধা, তথ্যপ্রযুক্তি রম রমার মধ্যেও বইপ্রেমীর সংখ্যা কমছে না বলে মঞ্চ থেকে অভিমত ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারের বইমেলায় মুখ্যমন্ত্রী নয়টি বই বেরোচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে। শুরুর দিনেই মেলায় ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন। কিন্তু প্রতিবারের মতো মেলার শেষ বেলার রূপটান তখনো শেষ হয়নি বটে, তবে কর্মরত বিভিন্ন কর্মীদের ব্যস্ততা বলে দিচ্ছিল এই রূপটান শেষ হতে আর বিন্দুমাত্র সময় বাকি নেই।

মেলা প্রাঙ্গনে ঘুরতে ঘুরতে মনে হচ্ছিল যতই তথ্যপ্রযুক্তি তথা এ আই এর নিঃশ্বাস পিঠে পড়ুক না কেন, বই থাকবে বইয়ের জায়গাতেই। বইয়ের জায়গা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

এ বছর আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার ৪৯ বছর পূর্তি হল। উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উঠে এসেছে তীব্র ক্ষোভ। এবং সেই ক্ষোভ সাধারণ মানুষের হয়ে তিনি উগড়ে দিয়েছেন মেলার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকেও। তীব্র ক্ষোভ থেকে তিনি তার বক্তব্যে এস আই আর ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে গর্জে ওঠার জন্য ডাক দিলেন সাধারণ মানুষকেও। সব মিলে বইমেলা প্রাঙ্গণে ঘুরতে ঘুরতে বারবার মনে হচ্ছিল, এই হল কলকাতা। যত সমস্যাই জীবনে থাক না কেন, বইমেলা কেবল আছে নয়, থাকবেও সেই বইমেলাতেই।

প্রথম সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-2 ● February 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

সম্পাদকীয়

বসন্তে বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে। এতো রাজনৈতিক তরজা, এতো হানাহানি, খুন, জখম, আত্মহত্যা, হিংসা, অমানবিকতা, অসংবেদনশীল ইত্যাদি ক্রমশ বাড়ছে। এর কারণ অর্থের প্রতি লোভ। ক্লাস সেভেনের ছেলের হাতে আই ফোন লাখ খানেক টাকার দামের। আবার ক্লাস টু বা থ্রি পর্যন্ত অনিয়মিত স্কুল যাতায়াতের পর উনিশ বা কুড়ি হতে না হতেই বাইক এবং আই ফোন। কিছুই করে না। দলবাজি করে। কারুর অর্ডারে একে মারে, তাকে মারে, খুন তো আছেই। মশা মারার মতো দলীয় নির্দেশে খুন হচ্ছে এই রাজ্যে। বলতে যান আপনিও মরবেন। যে সমস্ত ছেলেরা অ, আ, ক, খ জানে না তাদের হাতে দামি মোবাইল, বাইক। বাইকের ফুয়েল কোথা থেকে পায় জানতে চেয়ে জানা গেছিল এইসব ছেলেদের বাবা রিক্সা চালায়, মা লোকের বাড়ি, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বাসন মাজার কাজ করে। তাহলে যোগায় কে?

কারা এই সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী আমরা জানি। কিন্তু প্রতিবাদ? প্রতিবাদ করে দেখুন না বাড়িতে মেয়ে থাকলে কোচিং ক্লাস থেকে ফেরার পথে রেপ হবেই। সংসারের শান্তি নষ্ট হবেই সঙ্গে পুরো সুখের দিন আনা দিন খাওয়া সংসার ধ্বংসের আখড়া হবে। আগুন জ্বলিয়ে দেবে বস্তির ছোট্ট সংসারে। যে সংসারের মা একটু একটু করে তিলে তিলে ভোর থেকে রাত অব্দি পরিশ্রম করে কোনোরকমে দাঁড় করিয়ে ভেবেছিল মেয়ের বিয়ে দিয়ে, ছেলের ছোটোখাটো একটা চাকরি হলেই বাকি জীবন ফিরে তাকাতে হবে না। সেই মা এর একটু আয়েস, একটু শান্তি চাওয়া অপরাধ?

কথায় আছে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। আমরা সেই তিমিরে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা ঘুন ধরে যাচ্ছেতাই অবস্থা। মাস্টারমশাই আছেন। স্কুলে ছাত্র নেই। চোখের সামনে একের পর এক বাংলা মাধ্যম স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটা সময় কী রমরমা ছিল স্কুলের। গমগম করছে স্কুল, একের পর এক পিরিয়ডের পর ঢং, ঢং ঘন্টার আওয়াজ । টিফিন টাইমে একসঙ্গে তামার গোল চাকতির দড়িটা ধরে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে পাঁচ ছ বার ঢং, ঢং, ঢং ঢং করে দ্রুততার সঙ্গে টিফিন ব্রেকের সংকেত দিতেন পড়ুয়াদের। লোহার গেটের বাইরে দিয়ে হাত বাড়িয়ে কুলের আচার, আলুকাবলি, ফুচকা, ঝালমুড়ি কিনে বন্ধুদের মধ্যে ভাগাভাগির আনন্দে চার পাঁচ টাকার খাবারের স্বাদ আজও ভোলার নয়। বেশিরভাগ পড়ুয়া টিফিন আনতো, রুটি তরকারি কিন্তু স্কুল ছুটির পর ভাগ করে একপ্রস্থ খেয়ে সোজা কোচিন ক্লাস। সেই সময় কুড়ি -তিরিশজন একসঙ্গে পড়াই স্বাভাবিক ছিল। সেই পড়া পড়ে বেশ ভালো নম্বর পাওয়া যেত। জয়েন্ট, সর্বভারতীয় স্কলারশিপের পরীক্ষায় প্রথম দিকে স্কোর হত এবং সরকারি ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সামান্য মাইনেতে নিজেদের যোগ্যতায় পড়াশোনা করতো। আর এখন? নব্বই হাজার র‍্যাঙ্ক করে মা-বাবা গদগদ হয়ে কোটি টাকা খরচ করে ইগলু, বিগলু, পিগলু নামে গজিয়ে ওঠা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করে আর্থিক দিক থেকে সর্বশান্ত হয়ে দাঁত বের করে প্রচার করছেন আমার ছেলে সফট্ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তারপর প্রাইভেট কলেজে ঢুকেই নেশা শুরু। ব্যাস ভবিষ্যৎ কপালে। এই হলো বর্তমান সমাজ। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে তার মধ্যে মিছিল। মার দাঙ্গা সব। সামনে উচ্চমাধ্যমিক।

সমস্ত পড়ুয়াদের অভিনন্দন। খুব ভালো পরীক্ষা হোক। সমাজ তোমাদের হাতে। যদি শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার মনন ও মন নিয়ে এগোতে পারো আগামীদিন তোমাদের জন্যই শান্তির বার্তা তোমরাই আনতে পারবে। সবাই ভালো থাকো। সুস্থ থাকো। "প্রথম সন্দেশ" পত্রিকার পক্ষ থেকে সকল পড়ুয়াদের জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হল।

প্রথম সন্দেশ

"প্রথম সন্দেশ" সংবাদপত্রের জন্য সংবাদকর্মী চাই।
আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন 9836765148 এই নম্বরে
সকাল 12 থেকে দুপুর 3 টের মধ্যে।

গ্রিনল্যান্ড নিয়ে উগ্র অবস্থান সারা বিশ্বের ভুরু কুচকে দিল আমেরিকা

ছবিঃ সংগৃহীত

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : অবশেষে ডেনমার্কের অধীনে থাকা গ্রিনল্যান্ড দখলে আনা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমানে যে দাবি করে চলেছেন তার প্রেক্ষিতে পশ্চিমী জোট রীতিমতন ভাঙনের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। ন্যাটো শরিকদের সঙ্গে তুমুল বাকবিতন্ডা এবং বাণিজ্য সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে সম্প্রতি যথেষ্ট নজর কেড়েছে ওয়াশিংটন। গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন কর্তৃত্ব স্বীকার না করার প্রেক্ষিতে এর আগে পশ্চিম ইউরোপের একাধিক দেশের ওপর দশ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপিয়েছিলেন ট্রাম্প। পরে সেই শুল্কের হার বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করার হুমকিও দিয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে। এই অধিবেশনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং তার প্রেক্ষিতে পাল্টা বক্তব্য রাখেন ট্রাম্প। গ্রিনল্যান্ড দখল নিয়ে আমেরিকা এবং ইউরোপের মধ্যে এই যে টানাপোড়েন, তা কার্যত ঠান্ডা লড়াইয়ের দিকেই এগোচ্ছে বলে ওয়াকিবহল মহলের মত। অর্থনৈতিক ফোরামে ট্রাম্পের ভাষণেও তার স্পষ্টত ইঙ্গিত মিলেছে।

ট্রাম্পের এই ভাষণের কেন্দ্রে অর্থনীতি বা বাণিজ্যের বদলে গ্রিনল্যান্ডের ভবিষ্যৎই কেন্দ্র হয়ে উঠে কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে বিশেষজ্ঞ মহলের। এর আগে ওয়াশিংটনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্প এমনও ইঙ্গিত দেন যাতে ধরে নেওয়া যায় যে গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকা তার অংশ হিসাবে দেখতে আগ্রহী। এমনকি পরিস্থিতির নিরিখে তাঁর প্রশাসন যে সামরিক অসামরিক দু-ধরনের পদক্ষেপের কথাই ভাবতে পারেন এমন ইঙ্গিতও দিকে ছাড়েননি ট্রাম্প। তাঁর মতে, ডেনমার্কের অধীনে গ্রিনল্যান্ড নাকি সুরক্ষিত নয়।

বাস্তব হিসেব বলছে, গত সাত দশক ধরে গ্রিনল্যান্ডের মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সরব হয়েছেন। এবং আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি মধ্যে এই দড়ি টানাটানিতে গ্রিনল্যান্ড যে উভয় সংকটের শিকার এতেও কোনো সন্দেহ নেই। হিসেব বলছে, আমেরিকার থেকে ডেনমার্কের অধীনেই গ্রিনল্যান্ডের সাধারণ মানুষের বড়ো অংশ থাকার পক্ষপাতি। এমনকি সম্প্রতি সেখানকার স্থানীয় সরকারও একই মতামত রেখেছিল। যদিও ট্রাম্প তা মানতে রাজি নন। গ্রিনল্যান্ডের মালিকানার বদলে এমনকি সেখানকার প্রত্যেক নাগরিককে মাথাপিছু এক লক্ষ ডলার দেওয়ার অফার পর্যন্ত দিয়েছিলেন ট্রাম্প স্বয়ং। যদিও গ্রিনল্যান্ডের মূলনিবাসী মানুষ স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন নিজেদের দেশ তাঁরা বিক্রি করতে রাজি নন। এমতাবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন মন্তব্যে কূটনৈতিক মহলে জোর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখা হয়েছে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের মত। গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ট্রাম্পের এহেন আচরণে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে একাধিক পশ্চিমী দেশ। কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স সহ একাধিক দেশ এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। তাদের মতে আমেরিকার হুমকিতে নীতিগত অবস্থান থেকে সরে আসার কোনো প্রশ্নই নেই।

সম্প্রতি কানাডাকেও আমেরিকার ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে দাবি করেছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি। কানাডার তীব্র প্রতিক্রিয়ার প্রধান কারণ এটাই বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। সম্প্রতি গ্রিনল্যান্ড এবং কানাডাকে আমেরিকার অংশ হিসেবে দাবি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট দেওয়া নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গেছে বিশ্বময়। যদিও এই প্রেক্ষিতে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে এক পাও পিছু হটছি না বলে জানিয়েছিল আমেরিকা। বিশ্লেষকদের মতে একে সরাসরি যুদ্ধের হুমকি হিসেবেও দেখা যেতে পারে।

হিসেব বলছে গত একশো বছরের মধ্যে আমেরিকার সঙ্গে তার ইউরোপীয় মিত্রদের সম্পর্কে এতখানি টানাপড়েন আগে কখনো দেখা যায়নি।

বাড়ছে হয়রানি

১ পাতার পর

দলের রাজ্য নেতাদেরই। এখানেই মনের দিক থেকে তিক্ততা বাড়ছে দলের একাংশের মধ্যে। এবং এখনই সামাল দেওয়া না গেলে বিষয়টা আরো জটিল হয়ে দাঁড়াবে বলেও মনে করছেন দলের কর্মী সহ অনেকে।

কমিশনের এখনো পর্যন্ত নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হতে চলেছে। নির্দেশ অনুযায়ী সেই

দিন পরিবর্তিত হলেও হতে পারে বলে কমিশনের আধিকারিকরাই জানাচ্ছেন। তবে হিসেব বলছে, তার আগেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে, এবং সেই প্রস্তুতির মধ্যেই কমিশন জেলা ভিত্তিতে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের নথি আপলোডকে নজরে রেখে বিশেষ পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব বাড়াচ্ছে বলেই আপাতত খবর।

ইতিহাসের অন্য দিগন্ত
দমদম স্টেশনের অদূরে ক্লাইভ হাউস

হৈমন্তী রায় ঠাকুর: খ্রিস্ট্রীয় প্রথম - দ্বিতীয় শতক থেকে গুপ্তযুগ এবং তার পরবর্তী যুগের মধ্যে তৈরি হয়েছিল এই ক্লাইভ হাউস। অনেকে মনে করেন এই পুরোনো বাড়িটি লর্ড ক্লাইভ তৈরি করেন। একেবারেই তা নয়। কোনো এক শীতের কুয়াশাঘন সকালে দমদম এর বর্তমান আর. এন. গুহ রোডের রাস্তা ধরে ঘোড়ায় চড়ে প্রাতর্ভ্রমণের উদ্দেশে বেড়িয়ে তাঁর নজরে পড়ে জীর্ণকায় ঢিপির ওপর একতলা বাড়ি। পরবর্তীতে বাড়িটি তিনি রেনভেশন করেন এবং তারপর বাড়িটির নাম হয় ক্লাইভ হাউস।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ইট-এর গঠন দেখে প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন বাড়িটা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নয়, তারও আগের। কেউ কেউ মনে করেন নবাব আলিবর্দি খাঁ শিকারের জন্য বাড়িটি করেছিলেন। আবার

ছবি: সংগৃহীত

অনেকের মতে নবাব সিরাজদৌল্লা বাড়ি নির্মাণ করেন ইংরেজদের ওপরে নজরদারি করবেন বলে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী মাটি খনন কাজের পর দেখা গিয়েছিল সাতটি স্তরের নাগরিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও তার চিহ্ন বিদ্যমান। একেবারে শেষ স্তর থেকে লালচে মাটির পাত্র দেখে অনুমান করা যায় এক হাজার বছর আগের বসতি ছিল। যে যে মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল প্রতিটি মূর্তিতে আলাদা যুগের স্থাপত্য ও সেই যুগের জীবনযাত্রার কিছুটা নির্দেশ করে। আবার পুরাতত্ত্ববিদগণ মৌর্য যুগের স্থাপত্যের এবং জনবসতির সন্ধান অনুযায়ী জানাতে পারেন কলকাতার ইতিহাস এখন থেকে তিন হাজার বছরের পুরোনো। অর্থাৎ বহু প্রাচীন এই ভগ্নস্তুপ। শুঙ্গ থেকে গুপ্ত এই সময়টায় টেরাকোটা এবং লোকশিল্পের মাধ্যমে ভারতের উন্নত সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে বলেই জানান পুরাতত্ত্ববিদগণ। মাটি খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা পেয়েছেন কুষাণ যুগের রাজপুত্রের ফলক। রাজপুত্র হাতির ওপর বসা এবং এক হাতে অঙ্কুশ, অন্য হাতে টাকার থলি জাতীয় কিছু একটা। এটা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি থাকার নিদর্শন বলেও ধরা যেতে পারে।

মঞ্চে দায়বদ্ধতার নিদর্শন রাখল নৈহাটি ব্রাত্যজন

হৈমন্তী রায় : বছরের শুরুর আগেইএকগুচ্ছ নাটক দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন নৈহাটি ব্রাত্যজন। বিগত এক দশক এই নাটকের দল "মেঘে ঢাকা তারা" দিয়ে শুরু করে একের পর এক বাংলার বিভিন্ন মঞ্চ দাপিয়ে চলেছেন 'নৈহাটি ব্রাত্যজন'।

এই দুর্গম পথ চলার প্রানপুরুষ সাংসদ পার্থ ভৌমিক। ছোট্ট সাক্ষাতে জানান "রাজনীতি করেও সিরিয়াসলি নাটক ও করা যায়।" তাঁর মতে সময় বের করে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের মন্ত্র। যে মন্ত্র তিনি পেয়েছেন তাঁর মাতৃসম এবং শ্রদ্ধার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।

সরস্বতী পুজোর দু-দিন আগে চন্দন সেন রচিত এবং অরিত্র বন্দোপাধ্যায় নির্দেশনায় মঞ্চস্ত হল নাটক "দায়বদ্ধ"।

মধ্যমগ্রাম পৌরসভা সংলগ্ন নজরুল শতবার্ষিকী হল এ তেত্রিশবার মঞ্চস্ত হল এই নাটক 'দায়বদ্ধ'। রক্তের সম্পর্ক শেষ কথা নয়। গল্পের প্রেক্ষাপটে এক লড়ির ড্রাইভার অন্যের মেয়েকে নিজের মেয়ে বলে মনে করছে। সমাজ নিন্দা করলেও সেই ড্রাইভার 'গগন' তার সন্তান স্নেহের জায়গা থেকে সরে আসেনি। সে বলেছে "এটা আমারই মেয়ে" এটাই "দায়বদ্ধ"। রাজনীতি থেকে রুপোলি জগতের ঝোড়ো ব্যাটিং ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ

ছবি: সংগৃহীত

ভৌমিকের।

অসামান্য অভিনয় দর্শকের মনে আলাদা জায়গা করেছেন তিনি। নৈহাটি ব্রাত্যজন নতুন প্রজন্মকে মঞ্চ -অভিনয়ে মুখ ফেরানোর পক্ষে। তাঁরা চান নতুন প্রজন্ম নাটক দেখুক এবং শিক্ষানিক অভিনয়ের। নৈহাটি ব্রাত্যজনের উদ্দেশ্য নাটকের জন্য নতুন ছেলেমেয়েদের তৈরি করা। সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানান নাট্যকার, বিধায়ক ব্রাত্য বসুর উদ্দেশে। তাঁর নাটকের জীবনে ব্রাত্য বসুর অবদান না বললেই নয়।

একুশ জানুয়ারির শীতের সন্ধ্যায় বছরের শুরুতে "দায়বদ্ধ" নাটক অনবদ্য।

সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-2 ● February 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

টি-২০ বিশ্বকাপ, নজরে ভারতের দাদাগিরি!

ছবি : সংগৃহীত

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : যাকে বলে এক কথায় শ্রেষ্ঠ দ্বৈরথ। টি-২০ বিশ্বকাপের আগে সেই দ্বৈরথকে কটাক্ষ করে প্রোমো প্রকাশ্যে এনে বুঝিয়ে দেওয়া হল, ভারত-পাকিস্তান লড়াই এখন বড়ই একপেশে। শুধুই ভারতের দাদাগিরি।

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রচারে পাকিস্তান করমর্দন বিতর্ককে টেনে এনেছিল। এশিয়া কাপে ভারতীয় ক্রিকেটাররা পাক দলের কারও সঙ্গে করমর্দন করেনি। সেই বিষয়টিকে কটাক্ষ করা হয়েছিল পাকিস্তান বনাম অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রোমোশনে। তারই জবাব যেন এবার দিল টি-২০ বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক ভারত।

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে যৌথভাবে আয়োজিত হচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপ। তবে এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ১৫ ফেব্রুয়ারির অপেক্ষা। কারণ, সেদিন মহারণ। অঙ্কের হিসেবে সেইদিনই কলম্বোয় মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান। এই ম্যাচকে নিয়েই আলাদা একটি প্রোমো সম্প্রচার শুরু করেছে টুর্নামেন্টের সম্প্রচারকারী চ্যানেল স্টার স্পোর্টস। এবং সেইখানেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দ্বৈরথে ভারতের ধারে কাছেও এখন আসে না পাকিস্তান। পাক ক্রিকেটকে রীতিমতো কটাক্ষ করা হয়েছে।

আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের প্রোমোশনাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে জনপ্রিয় ইউটিউবার অভিষেক মালহানকে (Abhishek Malhan)। সঙ্গে আরও কয়েকজন ক্রিকেটপ্রেমী যারা নীল জার্সি পরে রয়েছেন। প্রোমোশনাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পাকিস্তানের এক সমর্থকের সঙ্গে লিফটে ওঠার মুহূর্তে দেখা হয়ে যাচ্ছে ওই পাক ক্রিকেটপ্রেমীর।

পাক ক্রিকেটপ্রেমী ভারতীয় ভক্তদের বলছেন, 'ও ভাই, ১৫ তারিখের জন্য তৈরি?' ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমী জবাব দিচ্ছেন, 'তোমাদের হারানোর জন্য সব সময় তৈরি।' পাক ক্রিকেটপ্রেমী তখন বলেন, 'হাল্কাভাবে নিয়ো না আমাদের। ভুলে যেও না এটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দ্বৈরথ।'

যা শুনে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীর কটাক্ষ, 'আরে, আপনাদের দলকে হাল্কাভাবে নেব কী করে?

গ্রেটেস্ট রাইভালরিকে এবার ৭-১ থেকে ৮-১ করতে হবে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করব, পড়শি দেশকে হারাব।'

আইসিসি আর পিসিবির টানাপোড়েনে বিশ্বকাপে অনিশ্চয়তা

শমীক গোস্বামী : ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেট যার আয়োজক দেশ যৌথভাবে ভারত ও শ্রীলংকা, তা ব্যাপক অনিশ্চিয়তার মধ্যে ৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে। এতো নাটকীয়তা যে কোনও থ্রিলারকেও হার মানিয়ে দিতে পারে। সারা বিশ্বের ক্রীড়া সাংবাদিকেরা প্রতি মুহূর্তের নতুন আপডেটের জন্য সারাদিন ব্যস্ত হয়েই রয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাত বাংলাদেশের এক খেলোয়াড় মুস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল খেলাকে কেন্দ্র করে। মাস দুয়েক আগে যখন মুম্বাইতে আইপিএলের নিলাম চলছিল তখনও বাংলাদেশের কোনও খেলোয়াড়ের ওপরে নিষেধাজ্ঞা ছিল না। সেই মর্মে ওই খেলোয়াড়কে শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স প্রায় ৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় কিনেও ফেলে। এরপরেই ঘটে যায় বাংলাদেশে এক বীভৎস ঘটনা। ময়মনসিং-এ জনৈক দিপু দাস বলে হিন্দু যুবককে উন্মত্ত জনতা নৃশংসভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় পুড়িয়ে মারে। অভিযোগ, সে নাকি তাদের নবীকে নিয়ে কোনও কটূক্তি করেছিল।

এমনিতেই বছর দুয়েক আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে আমাদের দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। ওই ঘটনার পরে আগুনে ঘি দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়।

মুস্তাফিজুরকে বাতিল করা হয় আইপিএল থেকে। কারণ হিসেবে দেখানো হয় এদেশে তার নিরাপত্তা। তারই জেরে আর সেই নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে গোটা বাংলাদেশ বেঁকে বসে ভারতে এসে বিশ্বকাপ খেলতে। এর জবাবে আইসিসি সটান বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে এবারের বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করে। আইসিসির চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের ওপরে খুব সম্ভবত আইসিসি বড়ো আর্থিক জরিমানাও শাস্তিমূলকভাবে আরোপ করবে। আইসিসির পক্ষ থেকে অবশ্য এর সঙ্গত কারণও আছে। যে কোনও বড়ো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট সূচি অন্তত বছর খানেক আগেই তৈরি হয়ে যায়। শেষ মুহূর্তে যা বদল করা প্রায় অসম্ভব। এর জন্য প্রভূত আর্থিক ক্ষতি পর্যন্ত হতে পারে। ভারত ছাড়াও বড়ো সাতটি ক্রিকেট খেলিয়ে দেশের সঙ্গে এমনটাই চুক্তি স্বাক্ষর করা আছে আইসিসির।

এরপরেই শুরু হয় পাকিস্তানের নাটক। বাংলাদেশকে সামনে রেখে তারাও এখন বয়কটের তাস খেলছে আইসিসির সঙ্গে। শেষ খবর অনুযায়ী তারা শ্রীলংকায় খেলতে গেলেও আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভারতের সঙ্গে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে হাই ভোল্টেজ ম্যাচটিই নাকি বয়কট করতে চলেছে। আইসিসির প্রায় ৮০ শতাংশ টাকার যোগান ভারত থেকেই যেহেতু আসে, পাক ও বাংলাদেশের অভিযোগ আইসিসি তাই বিসিসিআই এরই হাতের পুতুল। ক্রিকেটের মধ্যে রাজনীতিকরণ নতুন নয় কিন্তু পাকিস্তান বোধহয় তার সর্বোচ্চ নিদর্শন রাখছে, সরাসরি তাদের সরকারকে দিয়ে বিবৃতি দিয়ে।

হাস্যকরভাবে গতকালই তারা আন্ডার-নাইনটিন ভারতের ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে জিম্বাবোয়েতে অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব উনিশ বিশ্বকাপ খেলেছে। আর হেরেছেও। তাদের ভারতবিরোধী দ্বিচারিতা তাই গোটা বিশ্বের কাছে স্পষ্ট।

আইসিসির বক্তব্য বাংলাদেশকে শিখণ্ডী করে যদি পাকিস্তান ভারতের ম্যাচ বয়কটই করে তাহলে অনুর্ধ্ব উনিশের ম্যাচটা খেললো কেন? আইসিসি তাদের অন্তর্বর্তী চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান বোর্ডের বিরুদ্ধে নিয়মভঙ্গের নানান শাস্তি আরোপ করতেই পারে। দু-পক্ষেরই হুমকি, পাল্টা হুমকিতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্রিকেটই। এতো বড়ো টুর্নামেন্টে এতো অনিশ্চয়তা বেনজির। এর আগে গোটা বিশ্ব এমন কলতলার ঝগড়া দ্যাখেনি। কে বলবে এই ক্রিকেটকেই ভদ্রলোক বা জেন্টলম্যানস গেম বলা হয়।

শেষমেশ কী হয় তার জন্য সারা বিশ্ব উৎসুক হয়ে বসে আছে, তাই সবমিলিয়ে ফেব্রুয়ারি ২৬ জমজমাট তো বটেই।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor: Haimanti Roy Thakur,** Phone: 9836765148, 9830495701& Email: haaimaanti@gmail.com